অ্যান্টিজেনিক

(রক্তদাতা ও গ্রহিতার জন্য)

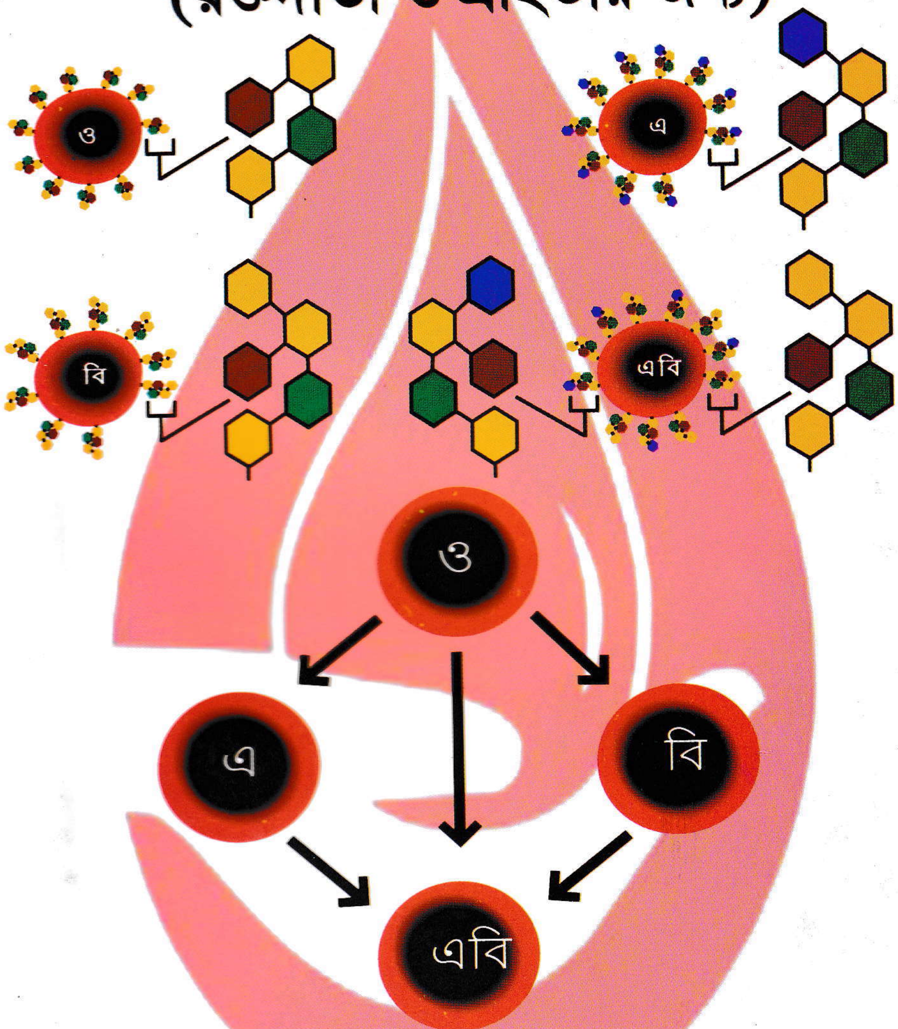

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস
কুষ্টিয়া সদর কুষ্টিয়া

বাণী

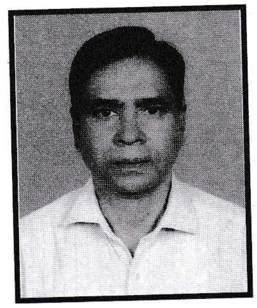

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বেগম নাসিমা ইয়াসমিন ও তার সহকর্মীবৃন্দ মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার রক্তদাতাদের তালিকা তৈরীতে উদ্যোগী হয়েছেন। প্রসব ও প্রসব পরবর্তী জটিলতার চিকিৎসা, দূর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা ও শৈল্য চিকিৎসার জন্য জরুরী প্রয়োজন মেটাতে রক্তদাতার তালিকা সম্বলিত প্রকাশনাটি কুষ্টিয়া বাসীর জন্য খুবই উপকারে আসবে। মুমূর্ষু রুগীর জীবন বাঁচাতে এই মহতী উদ্যোগে যারা সাড়া দিয়েছেন এবং রক্তদাতা হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন, রক্ত দানে আগ্রহী এ সকল ব্যক্তিবর্গকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

জীবন বাঁচাতে মানবতার সেবায় নিয়োজিত সকল রক্তদাতাদেরকে আসুন সকলে মিলে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাই।

(মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী)
উপ-পরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা, কুষ্টিয়া।

২১ নভেম্বর, ২০১৯
৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬

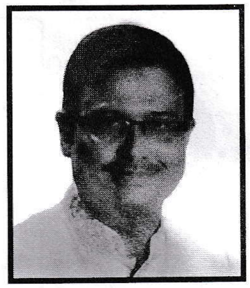

বাণী

জেনে খুশি হলাম কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ অত্র উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের কমপক্ষে ১৩০০ জন লোকের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করতে যাচ্ছে। জরুরী প্রয়োজনে রক্ত মানুষের জীবন বাঁচিয়ে দেয়। তাই সকল মানুষের উচিৎ তাঁর রক্তের গ্রুপ জেনে রাখা। পুস্তিকাটি প্রকাশে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জনগণ জরুরী প্রয়োজনে যেমন তার রক্তের চাহিদা মেটাতে পারবে তেমনি রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ে উদ্বুদ্ধ করবে। আমি এ ধরনের জনহিতকর কাজের উত্তরোত্তর মঙ্গল কামনা করি।

(মোঃ আতাউর রহমান)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া

২১ নভেম্বর, ২০১৯
৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬

বাণী

রক্ত আমাদের জীবনের এক আবশ্যক অনুষঙ্গ। কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের কমপক্ষে ১৩০০ জন লোকের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করে একটি পরিচিতি মূলক পুস্তিকা প্রকাশ করতে চলেছে। জরুরী প্রয়োজনে মানুষ তার চাহিদা মত রক্ত সংগ্রহে এই পুস্তিকার শরণাপন্ন হতে পারবে; শুধু তাই নয় স্ব স্ব রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ে মানুষকে উৎসাহিত করতে সক্ষম হবে এই মহৎ উদ্যোগ। এই প্রেরণা মূলক জনহিতকর কাজের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

(জুবায়ের হোসেন চৌধুরী)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।

২১ নভেম্বর, ২০১৯
৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬

মুখবন্ধ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি বছর বিশ্বের ৯ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ রক্ত দিয়ে থাকে। তবে উন্নত বিশ্বে স্বেচ্ছায় রক্তদানের হার প্রতি এক হাজারে ৪০ জন হলেও উন্নয়নশীল বিশ্বে এক হাজারে ৪ জনেরও কম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার লক্ষ্য ২০২০ সালের মধ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে চাহিদার শতভাগ রক্তের সরবরাহ নিশ্চিত করা। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বছর ৮ থেকে ৯ লাখ ব্যাগ রক্তের চাহিদা থাকলেও রক্ত সংগ্রহ হয় ছয় থেকে সাড়ে ছয় লাখ ব্যাগ। ঘাটতি থাকে তিন লাখ ব্যাগেরও বেশি এছাড়াও সংগ্রহকৃত রক্তের মাত্র ৩০ শতাংশ আসে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের থেকে। বেশির ভাগ মানুষ রক্তের জন্য নির্ভর করেন পেশাদার রক্তদাতার উপর। দূর্ঘটনায় আহত, ক্যান্সার বা অন্য কোন জটিল রোগে আক্রান্তদের জন্য, অস্ত্রোপাচার কিংবা সন্তান প্রসব অথবা থ্যালাসেমিয়ার মতো বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ২০১৪ সালে থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি ও খাবার বড়ি ড্রপ আউটের হার কমানো ইনোভেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এ কার্যক্রম করতে যেয়ে গর্ভবতী মায়েদের মান সম্মত সেবা দেবার মধ্যে রক্তের গ্রুপিং নির্ণয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এই কাজে সার্বিক ভাবে সহযোগীতা করেন উপজেলা পরিষদ। এই কাজ করতে যেয়ে উপলব্ধি করা হলো স্বেচ্ছায় রক্তদাতা প্রয়োজন। এই উপলব্ধি থেকে উপজেলা পরিষদও সহযোগীতার হাত বাড়িয়েদেন। ১১/৮/২০১৯ খ্রি. তারিখে কুষ্টিয়া-৩ আসনের মাননীয় সাংসদ জনাব মোঃ মাহাবুব উল আলম হানিফ এই মহতী কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। ফলে এই কঠিন কাজটি করার ক্ষেত্রে আমরা আরো বেশী উৎসাহিত হই। কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে ১৪টি (পূর্বের ইউনিয়ন) প্রায় ১৩০০ জন রক্তদাতাদের রক্তের গ্রুপিং করে তালিকা তৈরি করা হয়েছে। বেশির ভাগ রক্ত দেবার ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখান ইউনিয়নের কলেজ ও হাইস্কুলগুলির ছাত্ররা যারা ১৮ বছর হলেই মুমূর্ষকে রক্ত দিতে প্রস্তুত। এই ধরনের এক ঝাঁক নতুন প্রজন্ম শুধু মাত্র রক্তের গ্রুপিং করলো মানবতার সেবা করবে বলে যেহেতু রক্তের অভাবের কারণে প্রতিবছর বহু রোগীর প্রাণ সংকটের মুখে পড়ে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তালিকাটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। পুস্তিকাটি অল্প সময়ে করতে যেয়ে বেশ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়ে গেছে। ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জনীয়। পুস্তিকাটি প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা পরিষদ, হাসপাতাল, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ওয়েভ পোর্টালে www fpokushtiasadar.gov.bd এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে। এ কাজে আমাকে উৎসাহিত করেছেন জনাব মোঃ আতাউর রহমান, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কুষ্টিয়া সদর এবং জনাব জুবায়ের হোসেন চৌধুরী উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুষ্টিয়া সদর। তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

নাসিমা ইয়াসমিন পিএএ
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।

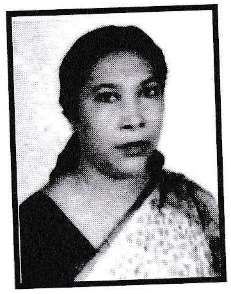

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় প্রায় ১৩০০ রক্তদাতাদের গ্রুপিং এবং পুস্তিকা তৈরীর ক্ষেত্রে প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের সকল সম্মানিত সভাপতি ও সদস্যবৃন্দদের, প্রতিটি ইউনিয়নের উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, পরিবার কল্যার সহকারী ও সিএইচসিপিদের যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে অতি অল্প সময়ে কাজটি সম্পন্ন করেছেন। বিশেষ করে ইউনিয়নের বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ ও হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং ছাত্রদের যারা এ কাজে সর্বাত্মক সহযোগীতা করেছেন তাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়া জনাব মোঃ কলিম শরাফী কলি, প্যাথলজিষ্ট, আদদ্বীন হাসপাতাল যিনি কোথাও কোন অসুবিধা হলে সেখানে আপ্রাণ সহযোগীতা করেছেন। তার প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাই জনাব ডাঃ মোঃ নওয়াব আলী, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচএফপি), কুষ্টিয়া সদর যিনি সার্বক্ষনিক আমাকে উৎসাহ ও সহযোগীতা করেছেন।

এছাড়া নেপথ্যে থেকে যারা সহযোগীতা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন তাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

নাসিমা ইয়াসমিন পিএএ
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১। হাটশ হরিপুর	৯-১৫
২। বারখাদা	১৬-২২
৩। মজমপুর	২৩-৩১
৪। বটতৈল	৩২-৩৯
৫। আলামপুর	৪০-৪৮
৬। জিয়ারখী	৪৯-৫৭
৭। আইলচারা	৫৮-৬৫
৮। পাটিকাবাড়ী	৬৬-৬৯
৯। ঝাউদিয়া	৭০-৭৮
১০। উজানগাম	৭৯-৮৬
১১। আব্দালপুর	৮৭-৯৫
১২। হরিনারায়ণপুর	৯৬-১০৪
১৩। মনোহরদিয়া	১০৫-১১৩
১৪। গোস্বামী দুর্গাপুর	১১৪-১২০